হেমিংওয়ে

ফ্রান্সিস ম্যাকোম্বার-এর সংক্ষিপ্ত জীবন

মূল রচনা : সৌরীন গুহ (লেখক প্রেসিডেন্সি কলেজের
প্রাক্তনী - ১৯৫৭-১৯৬৪ ইংরেজি বিভাগ)
ভাষান্তর : লক্ষ্মীকান্ত আচার্য

তিন-চার দশক আগে আমাদের মধ্যে অনেকেই আর্নেস্ট হেমিংওয়ের উৎসাহী পাঠক ছিলাম। আমরা তাঁকে হতাশগ্রস্ত যুদ্ধবিধ্বস্ত প্রজন্মের প্রবক্তা হিসেবে মেনে নিয়েছিলাম। হেমিংওয়ের বেশির ভাগ গল্প উপন্যাস জুড়ে যুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতি বর্ণিত রয়েছে। তার সঙ্গে হিংসা ও মৃত্যুর বর্ণনাও তিনি জুড়ে দিতেন। নরনারীর সম্পর্কেরও অবতারণা তিনি করেছেন।

কিন্তু ডি. এইচ. লরেন্স যেমন সুচতুরভাবে করেছেন, তেমনটা নয়। এমনকী তাঁর সমসাময়িক লেখক স্কট ফিটজারাল্ড যেভাবে লিখেছিলেন, তেমনভাবেও নয়। হেমিংওয়েকে নিয়ে কফির টেবিলে বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনার ঝড় তোলা যায়না (যেমনটা আমরা সাঁত্রে, কামু এবং কাফকার ক্ষেত্রে করে থাকি) একথা জেনেও আমরা এখনও তাঁর বই শ্রদ্ধাপূর্বক আগ্রহ নিয়ে পড়ি। তিনি বাস্তবের গুরুত্ব হ্রাস করে তির্যক দৃষ্টিভঙ্গিতে গল্প বলার দক্ষতা আয়ত্ব করেছিলেন।

পশ্চিম ইওরোপের অস্তিত্ববাদের মতো পদ্ধতিগত ধ্যানধারণা সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমেরিকানরা জাতিগতভাবে এখনও নাবালক। ধ্রুপদী রাশিয়ান লেখকদের মতো অনবদ্য উৎকর্ষ সৃষ্টিকারী ক্ষমতা তারা অর্জন করতে পারেনি। আমেরিকানদের মধ্যে হেমিংওয়ে স্পষ্টতই ছিলেন একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব।

তাঁর এই স্বাতন্ত্র্যটা কোথায়? এর পিছনে রয়েছে অসামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন যাপন-যেমন মাছধরা, মুষ্টিযুদ্ধ, ষাঁড়ের লড়াই, শিকার, ঘোড়ায় চড়া, স্কিয়িং... ইত্যাদি। এইসব কিছুর ভরকেন্দ্রে রয়েছে ক্রীড়াজগৎ। আমেরিকান এবং অন্যান্যরা যারা খেলাধূলা এবং উৎসব আমেজে নিজেদের ডুবিয়ে রাখে, তারাই তাঁর গল্পের মূল প্রতিপাদ্য। অলডাস হাক্সলি একবার অভিযোগ করেছিলেন যে হেমিংওয়ে মাঝে মাঝে আহাম্মকির ভান করেন।[১] তাঁর লেখায় তাঁর সমসাময়িক প্রজন্মের সংকটের প্রতি একটা বুদ্ধিদীপ্ত ওমানবিক আবেদনের ছাপ থাকা উচিত ছিল। সাহিত্যে বুদ্ধিমত্তা বিরোধী চর্চার প্রসারের প্রতি হাক্সলি তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বেশ চাঁছা ছোলা ভাষায়। হেমিংওয়ের মতো লেখকগণ বুদ্ধিমত্তা

বিরোধী চর্চাকে যতদূর সম্ভব এগিয়ে নিয়ে গেছেন,কিছু মারদাঙ্গা, যুদ্ধ বিগ্রহ মূলক উপন্যাস ও গল্প লিখে, যার মধ্যে গভীর চিন্তাভাবনার প্রতিফলন খুব কমই আছে বলে মনে হয়।

৩০ এর দশকে মন্দার বাজারে যখন দেশবাসীর ওপর চরম অর্থনৈতিক সংকট ঘনিয়ে এসেছিল সেই সময় হেমিংওয়ে দু'টি আখ্যানহীন পুস্তক রচনা করেন। স্পেন এবং পৃথিবীর অন্যত্র ষাঁড়ের লড়াই নিয়ে (ডেথ ইন দ্য আফটারনুন, ১৯৩২) এবং আফ্রিকার জঙ্গলে বড় সড় শিকারের খেলা নিয়ে (গ্রীন হিলস অব আফ্রিকা, ১৯৩৫) তিনি তাঁর নিজের দেশবাসীর আর্থিক দুরবস্থার তোয়াক্কা না করে স্পেনে ষাঁড়ের লড়াই দেখে সময় কাটালেন, পূর্ব আফ্রিকার টাঙ্গানাইকার সবুজ পাহাড়ে শিকার করেবেড়ালেন। এই দুটি বইয়ে ষাঁড়ের লড়াই এবং শিকার অভিযানের অনবদ্য খুঁটিনাটি বিবরণ থাকা সত্ত্বেও প্রাপ্তমনস্কদের বৌদ্ধিক তৃপ্তি সাধনে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।

এমার্সন লিখেছেন, 'আমেরিকানদের চপলমতি বলে একটা বদনাম আছে'। আর্ল রোভিত হেমিংওয়ের দর্শনভঙ্গিতে নিরবচ্ছিন্ন মেধাহীনতার প্রশ্রয় দেবার কথা উল্লেখ করেছেন,[২] এজরা পাউণ্ড একবার তাঁর বন্ধু আর্নেস্টকে "আবার খানিকটা মানসিক ব্যায়াম" করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন,[৩] "ভাবনার জগতে তুমি বড্ড অলস হয়ে পড়ছ।" মাইকেল রেনল্ড ব্যাপারটা আরও খোলসা করে বলেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "আর্নেস্ট যদি প্রকৃতি প্রেমিক হতে চাইত, এজরা সেটা মেনে নিত। কিন্তু সে যদি কেবলমাত্র সিংহ বধ করবার জন্য আফ্রিকা যায়, তাহলে সেটা তার পক্ষে মোটেই যুক্তিযুক্ত কাজ হয় না; সেখানে অনেক মননশীল কাজ করা বাকি পড়ে রয়েছে।"[৪]

"দ্য শর্ট হ্যাপি লাইফ অব ফ্রান্সিস ম্যাকোম্বার" একটি আদন্ত শিকার কাহিনি। এখানে আফ্রিকার গভীর অরণ্যের হৃদপিণ্ডের ভেতরটাকে তুলে ধরা হয়েছে। সেপ্টেম্বর ১৯৩৬এ 'কসমোপলিটান' পত্রিকায় গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ঠিক একমাস আগে অর্থাৎ ১৯৩৬ এর আগস্ট মাসে 'এস্কোয়ার' পত্রিকায় 'দ্য স্নোজ অব কিলিমাঞ্জারো' নামে হেমিংওয়ের দীর্ঘ বৎসর ধরে আফ্রিকা মহাদেশে অস্থায়ী বসবাসের ফসল। দু'টি গল্পেই আফ্রিকার পশুপাখি বনভূমির সঙ্গে লেখকের একাত্মবোধের প্রতিফলন রয়েছে যা কিনা সেই দেশের মাটির সঙ্গে নিবিড় সান্নিধ্য ও আত্মিকস্পর্শ ছাড়া লেখা অসম্ভব। হেমিংওয়ের সৃষ্টিশীল প্রেরণার উৎস হিসেবে স্পেন, ইটালি এবং আফ্রিকার পটভূমির যথার্থ ভূমিকা রয়েছে। তাঁর উপন্যাস এবং গল্পে এই দেশগুলির ভূখণ্ডের সঙ্গে বিজড়িত নানান লোক কাহিনি তাঁর উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছে। লেখক হিসেবে তাঁর গড়ে ওঠার পেছনে 'পারী' শহরটির ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; বিশেষ করে তাঁর লেখালেখির গোড়ার দিকে শিক্ষানবিশির দিনগুলিতে।

হেমিংওয়ে যে ষাটখানি অদ্ভুত গল্প লিখেছিলেন তার অধিকাংশেরই বিষয় ছিল সমাজ জীবনে ভাঙচুর। যেখানে মানুষ ভাবে তারা ফুরিয়ে গিয়েছে, সব কিছু হারিয়ে

গিয়েছে, তাদের ঘুরে দাঁড়াবার ক্ষমতাটুকুও নেই এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা হতাশায় ডুবে যায়। পারস্পরিক সম্পর্কের যুক্তিগ্রাহ্যতার অভাবই তাদের অবশেষে নিঃস্বতায় নিক্ষেপ করে। মানব মানবী কেউই কোনও সদর্থক ভূমিকায় নিজেদের জড়ায় না, পরস্পর কলহ করে, বিচ্ছিন্ন হয়। অথবা যখন একসঙ্গে বসবাস করে তখন পরস্পরের প্রতি আচার ব্যবহার চরম পর্যায় পৌঁছে যায়। মিঃ এবং মিসেস এলিয়ট অথবা মিঃ এবং মিসেস ম্যাকোম্বার-এর মতো যৌন বিকৃতিকে প্রশ্রয় দেয়।

"মিঃ এবং মিসেস এলিয়ট" গল্পে বিবাহ বিচ্ছেদই স্বাভাবিক পরিণতি হওয়া উচিত ছিল। অথচ ওই দম্পতি তাদের বিবাহিত জীবনে সেটা ঘটাতে পারল না। তারা একটি বাচ্চার জন্ম দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তা যখন পারল না তখন তাদের আলাদা হয়ে যাওয়াটাই ঠিক ছিল, কারণ এই ব্যাপারটা তাদের যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। পরিবর্তে তারা নিজেদের পবিত্রতা নিয়ে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে থাকল যা কিনা শেষ পর্যন্ত যৌন বিকৃতিতে গিয়ে পরিণতি লাভ করল। মিসেস এলিয়ট তার বান্ধবীর সঙ্গে সমকামী আকর্ষণে জড়িয়ে পড়ল ("তারা একসঙ্গে অনেক চোখের জল ফেলেছে")। আর মিঃ এলিয়ট যে নাকি দ্রুত লম্বা লম্বা কবিতা লিখতে পারত, সে বস্টন থেকে তার কবিতার বই প্রকাশের অপেক্ষায় দিন গুনত।

মিঃ এবং মিসেস ম্যাকোম্বার-এর পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের পিছনে কোনও জোরদার যুক্তি ছিলনা। আমাদের বলা হয়েছে, ফ্রান্সিস ম্যাকোম্বার একজন ধনী ব্যক্তি এবং সে আরও ধনী হবে। সে জানে তার স্ত্রী তাকে কোনওদিন ছেড়ে যাবেনা; যদিও তার স্ত্রী অতীতে তার সঙ্গে অনেকবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং সে ঘটনাগুলি সে এখনও তীব্রভাবে অনুভব করে। তার স্ত্রী এমন একজন অসামান্যা সুন্দরী, যে তাকে বিবাহ বিচ্ছেদের কথা সে ভাবতেও পারে না। তাদের মধ্যে বিবাহিত সম্পর্কটাকে নতুন করে ঝালিয়ে দিতে তারা দু'জনে মিলে এক জঙ্গল সাফারিতে যায়। ম্যাকোম্বারএর স্ত্রী মার্গট ঠিক যেন একজন নোংরা আমেরিকান চরিত্রের ফসল। সব সময় সব কিছুর মধ্যে উত্তেজনা খোঁজা আর অভিসার যাত্রায় সে নিজেকে সর্বদা ব্যস্ত রাখত।

হতে পারে গল্পগুলি বিভিন্ন ধরণের ও বিভিন্ন স্বাদের। ব্যক্তিকেন্দ্রিক অথবা নৈর্ব্যক্তিক। যৌনতা কিংবা অভিযান মূলক অথবা দুটোই। শ্রমিক শ্রেণি, মধ্যবিত্ত অথবা উচ্চবিত্ত শ্রেণির। কিছু গল্প মৌলিক সৃষ্টি, কিছু ইমপ্রেশনিস্ট অথবা সুররিয়ালিস্ট বা অন্য কোনও ধরণের। কিছু লেখায় লক্ষ্য করা যায় অতিকথন, গঠন প্রক্রিয়ায় শিথিলতার ছাপ, যেমনটি স্কট ফিটজারাল্ড-এর গল্পে আমরা দেখতে পাই। হেমিংওয়ের কিছু গল্পে গল্পে বলার ঢঙ ও শব্দ ব্যবহারের পরিমিতিবোধ লক্ষ্য করা যায়। এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হয়—সল বেলো যাকে আখ্যা দিয়েছেন "সুপরিপক্কতা"। বেলো এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, " তোমার মধ্যে কি আবেগ কাজ করে? তবে তার টুঁটি চেপে ধর।"[৫]

হেমিংওয়ের গল্পগুলিকে নির্মমভাবে সংক্ষিপ্ত আবেগ বহির্ভূত ও বিদ্রূপাত্মক এই শ্রেণিতে ফেলা যায়। "ম্যাকোম্বার"-এর গল্পে কখনওগভীর আবেগ ও অনুভূতি জেগে ওঠে না। অবশ্য এর মধ্যে প্রয়োগ চাতুর্য যথেষ্ট মাত্রায় রয়েছে। এটি একটি উচ্চকোটি দম্পতির প্রতারণার ফাঁদে পড়ার কাহিনি। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সি ম্যাকোম্বার এর চেহারা লম্বা। শরীর সুগঠিত। সে অবৈধ যৌনসংসর্গে লিপ্ত তার স্ত্রীকে সামাল দিতে অপারাগ এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়। গল্পে বলা হয়েছে মিসেস ম্যাকোম্বার "একজন পরমাসুন্দরী"। সে কেতাদুরস্ত। তার ছবি দিয়ে সৌন্দর্যপ্রসাধনীর বিজ্ঞাপন থেকে আয় পাঁচ হাজার ডলার। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তাদের বিবাহিত জীবন অব্যাহত।

উইলসন একজন পেশাদার শিকারি। তার গোঁফ ছোট্ট অথচ পুরু। আর অসম্ভব ঠাণ্ডা একজোড়া নীল চোখ যা দিয়ে সে তার কাঠখোট্টা ব্রিটিশ রক্ত, সাধারণ জ্ঞান, বাস্তব বুদ্ধি এবং কর্কশ আচরণের পরিচয় দিত। এই গল্পটি আরম্ভ হয় মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় তিনটি চরিত্রের ক্রিয়া কলাপ দিয়ে এবং তারপর গতরাত্রে ও সকালে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার সূত্র টেনে এনে আর শেষ হয় পরদিন সকালে যা ঘটে তাই দিয়ে। দু'দিনের ঘটনার গল্প। অথচ অনেক তর্জন গর্জন করেও ম্যাকোম্বার "সেই আমেরিকান রমনীয় ক্রুরতার"[৬] প্রতীক, যা অনেক আমেরিকান পুরুষের দফারফা করে ছেড়েছিল। "ওরা আধিপত্য করে, নিশ্চিতরূপে," লেখক মন্তব্য করছেন "আধিপত্য বজায় রাখতে গেলে কখনও কখনও নিষ্ঠুর হতে হয় বৈকী।"[৭] ম্যাকোম্বার যখন আহত সিংহটার পিছু নিতে যাচ্ছে তখন উইলসনের পরামর্শে সে তার স্ত্রীকে "গাড়ির ভেতরেই থাকতে" বলছে। লেখক জানাচ্ছেন, ম্যাকোম্বার এর তখন "গলা শুকিয়ে কাঠ, কথাবলতেও কষ্ট হচ্ছে"। সে ঘায়েল সিংহ এবং নিজের স্ত্রী উভয়েরই মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছে।" সেই আমেরিকান রমনীয় ক্রুরতা" তাকে তখন গ্রাস করেছিল। সারা রাত ধরে সে সিংহের উন্মত্ত গর্জন শুনতে পাচ্ছিল। সে ভয় পাচ্ছিল। ওই সিংহনাদ যেন তার নিজের স্ত্রীর ঔদ্ধত্যের প্রতীক, যে কিনা ওই ডাক "শুনতে বেশ পছন্দ করত।" কিছুক্ষণ পর আহত সিংহটিকে অনুসরণের পথে উইলসন যখন জানতে চাইল সে তার স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছুক কিনা, ম্যাকোম্বার উত্তর দিল 'না'! সে তার স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে চায় না।

কাপুরুষতা হেমিংওয়ের ধাতে নেই। এটা তাঁর কলমে পাপ বলে পরিগণিত হয়। আর তাই মার্গট সেই রাতে স্বামীকে ভাঁওতা দিয়ে শ্বেতাঙ্গ শিকারি উইলসনের তাঁবুতে যায়। যার একটু আগে উইলসন দক্ষতার সঙ্গে সিংহটাকে নিকেশ করেছে।

গল্পটির চলন কাপুরুষতা থেকে সাহসিকতার দিকে। ম্যাকোম্বার এর চরিত্রে গোড়ার দিকে যেমন একটা গেঁতো মানসিকতা, একটা মুর্খামির ছবি ফুটে উঠত সেখান থেকে একটা পুরুষোচিত, বীর্যবানও সাহসী ভঙ্গিমার দিকে কাহিনি এগিয়ে চলে।

গতকাল রাতে লজ্জাজনক কাপুরুষতার জবাবে ম্যাকোম্বার এর সামনে একটাই

বিকল্প রাস্তা খোলা ছিল। আর সেটা হল দ্বিতীয়দিন রাতে শিকারের সময় সাহসের সঙ্গে বুনো মোষগুলোকে মেরে সাবাড় করা। সে এইরকমই একটা কাজ করে ফেলেছিল। আর তাই ন্যায়সঙ্গত কারণেই সে নিজেকে আনন্দিত বলে দাবি করতে পারত। কিন্তু তার স্থায়িত্ব স্বল্পকালীন। সে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করছে, জানোয়ারগুলিকে গুলি করে মারার ওপরও তার আস্থা এসে গেছে, এবং নয় নয় করে শেষবারের জন্য হলেও তার স্বৈরিণী স্ত্রীর ওপরও তার নিয়ন্ত্রণ এসে গেছে। তার এই অর্জিত নির্ভীকতা পৌরুষেরই পরিচয়। মার্গট তার স্বামীর আত্মনিয়ন্ত্রণের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেল। দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে সে স্বামীর ইচ্ছার পরোয়া না করে নিজে যা করতে চেয়েছে সেটাই করে এসেছে। এখন সে " কোনও একটা ব্যাপারে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল।" আর ম্যাকোমাবর তার স্ত্রীর ৬.৫ ম্যানলিকার পিস্তল থেকে দুর্ঘটনাক্রমে ছুটে আসা বুলেটের আঘাতে মারা যায়। মার্গট কি ম্যাকোম্বারকে জেনে বুঝে হত্যা করেছিল? নাকি এটা একটা নেহাতই দুর্ঘটনা? এগুলো সবই অলস মস্তিষ্কের অনুমান মাত্র, যার বিস্তারিত বিবরণে আমি যাব না। কারণ গল্পের আলোচনায় এর কোনও প্রয়োজন নেই। লেখক নিজেই কোনও নির্দিষ্ট সংকেত না দিয়ে পাঠকের অনুমানের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।

হেমিংওয়ের গল্পগুলি নৈরাশ্য, বিশ্বাসভঙ্গতা ও আদর্শচ্যুতিতে পরিপূর্ণ। নিয়ন্ত্রণবিহীন মানুষগুলি যুদ্ধ, হিংসা, নিষ্ঠুরতার কঠিন পাশে চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে একেবারে ধ্বস্ত ও অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছে। তারা দীর্ঘস্থায়ী কোনও মানবিক সম্পর্ক স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে। ম্যাকোম্বার এর গল্পে আমরা ঠিক এমন উদাহরণই খুঁজে পাই। কখনও আবার আত্ম বিনাশকারী সাহসী ভঙ্গিমাও লক্ষ্য করা যায়। "দ্য আনডিফিটেড" গল্পে ম্যানুয়েল গার্সিয়ার ভগ্নস্বাস্থ্য ও শক্তি সম্বল করে তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী বলে প্রমাণিত কোনও ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু সে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে নিজস্ব বাঁচার রীতিতে বেঁচে থাকত। ধ্বংসের মুখোমুখি হতাশাপূর্ণ পৃথিবীর উল্টো পথে হেঁটে তিনি শক্তসমর্থ নির্ভীকতার ধ্বজা তুলে ধরেন।

একজন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি বিচ্ছুরিত হয় তাঁর বিশ্ব বীক্ষণ এবং মানবিকতার সঙ্গে যোগাযোগের ভিত্তি থেকে। হেমিংওয়ের দর্শন অত্যন্ত কঠোরভাবে তাঁর নিজস্ব নিয়মানুসারী। যেটা আমি এই আলোচনায় ইতো মধ্যেব্যখ্যা করেছি। হেমিংওয়ের কাছে জীবন হল চূড়ান্ত বোধের মুহূর্তগুলিতে বেঁচে থাকার প্রজ্ঞা। "এমুভেবন ফিস্ট"-এ একটা মজার অংশ রয়েছে যেখানে হেমিংওয়ে দুষ্টুমি করে "একজন লম্বা স্থূলকায় চশমাচোখে তরুণকে" নিয়ে আসেন; যে লেখালেখির ওপর আলোচনা করতে আসে। এটা তাঁর সব রকম মেধাবৃত্তির পথকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াসকে চিহ্নিত করে।

তিনি সমালোচনামূলক বা দর্শনতত্ত্বমূলক একখানি বইও লেখেন নি। সমালোচকদের উদ্দেশ্যে তাঁর উক্তি " কথা সর্বস্ব, সুড়সুড়ি দেওয়া বেজন্মার দল" সমালোচকদের অক্ষমতার

চেয়েও তাঁর নিজের খামতিকে প্রকট করে তোলে।

"দ্য-ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সী"-কে

একখানি সর্বহারার কাহিনি হিসাবে গড়ে তোলা যেত। যদি সেখানে বৃদ্ধ মানুষটির সামাজিক প্রতিবেশ আরও খুঁটিনাটিসহ বর্ণনা করা হত। দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও প্রসারিত করে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে আলো ফেলা যেত। কিন্তু হেমিংওয়ে; তিনি নিজেই বলেছেন—তিনি অর্থনীতির চেয়ে ষাঁড় প্যাঁদানো বেশি ভাল বুঝতেন। এই স্বীকারোক্তি তাঁর মেধাশূন্যতা প্রবণতা এবং চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতার সাক্ষ্য বহন করে। তাৎপর্যপূর্ণ কোনও মানবিক আদান প্রদান ছাড়াই বৃদ্ধ মানুষটির চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল কেবলমাত্র মাছধরা, যা সে মাছধরার জায়গায় দাঁড়িয়ে ক্রমাগত বঁড়শিতে গেঁথে গেছে। সুতরাং বইটির বক্তব্য একটা ভাসা ভাসা স্তরে থেকে যায়। গভীর দর্শনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বা বুদ্ধিদীপ্ত চরিত্রায়ণ হয়ে ওঠে না।

হেমিংওয়ের দর্শনভঙ্গিমা কোনও মহৎ মানবিক ব্যঞ্জনা শূন্য, সংকীর্ণ এবং কোথাও কোথাও রূঢ় ও দুর্বিনীত। প্রবলভাবে সুখ-সম্ভোগ-সন্তুষ্টি সর্বস্ব আর নির্লজ্জভাবে মেধা বিরুদ্ধ। সমালোচক ডি. এস. স্যাভেজ-এর অভিযোগটি এখানে প্রাসঙ্গিক স্যাভেজ লিখেছেন, হেমিংওয়ে রচিত চরিত্র এমন একটি জীব, যা নীতিহীন, ধর্মহীন, রাজনীতি সংস্কৃতি ও ইতিহাস বহির্ভূত। এইসব দিকগুলির কোনওটাই না থাকার ফলে বলতে হয় চরিত্রটি একটি একক মানুষী অস্তিত্ব। ডি. এস. স্যাভেজ-এর অভিযোগের বিপক্ষে আর্ল রোভিত-এর হেমিংওয়ের পক্ষমূলক একটি রক্ষণাত্মক মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য। হেমিংওয়ের শিল্পকে পুরোপুরি নস্যাৎ করে দেওয়া তত্ত্বকে অসঙ্গত ঘোষণা করে আর্ল রোভিত লিখলেন, "লেখক বাস্তব জগতের অনুরূপ এক কাল্পনিক কৃত্রিম জগত সৃষ্টিতে দায়বদ্ধ থাকেন। সেই জগতে তার পাঠককুলের অনেক কল্পনা নিহিত থাকতে পারে। যদি তাঁর শিল্প সাফল্যের সঙ্গে উত্তরণের হাত থেকে বিপথগামী না হয়, তবে তাঁর মনস্তাত্ত্বিক অথবা দার্শনিক দক্ষতা থাকা না থাকায় কিছু এসে যায় না।[৯]

হেমিংওয়ের ক্ষেত্রে কখনও সখনো এই বিচ্যুতি ঘটে, সেটা রোভিত মেনে নিয়েছেন। তবে সব সময় নয়। হেমিংওয়েকে তাঁর প্রাপ্য আমাদের দিতেই হবে। অস্বস্তির কারণ উন্মোচন করে বলা যায় তাঁর জগতটা শিল্পির বিধিসম্মত চর্চার সঙ্গে বিজড়িত। অবশ্যই এটা তিনি সততার সঙ্গে এবং শাস্ত্রসম্মত রূপে করে থাকেন। এটা মানতেই হবে যে এব্যাপারে হেমিংওয়ে সফল হয়েছিলেন। যদিও সব সময় সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, কখনও কখনও পরিতৃপ্তি অধরা থেকে গেছে। তথাপি তিনি যা লিখেছেন তা আমাদের মনোযোগকে পুষ্টি জোগায়, তাঁর একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতার জন্য। একজন বহুল পরিচিত বাঙালি মার্ক্সবাদী লেখক সমর সেন লিখেছেন, "ক্ষয়িষ্ণু সমাজের চেতনা ও একধরণের ক্ষমতা।"[১০]

হেমিংওয়ে তাঁর যুগের নৈতিক দেউলিয়াপনাকে তুলে এনেছিলেন এবং এই ব্যাপারে তিনি তাঁর সমসাময়িক লেখকদের তুলনায় নিজেকে অনবদ্যরূপে প্রতিষ্ঠা করতে

পেরেছিলেন। তিনি যে অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও তাৎক্ষণিক দক্ষতার দ্বারা তাঁর লেখায় নৈতিকতা, সংস্কৃতিমনস্কতার অধঃপতন এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনে সুখ-বিলাসিতার প্রতি অতিরিক্ত প্রশ্রয়কে ফুটিয়ে তুলেছেন সে-সবতার সহলেখকদের কাছে ঈর্ষণীয় বস্তু।

সবশেষে হেমিংওয়ের দর্শনরীতি নিয়ে আরও কয়েকটি কথা। তাঁর কাহিনিতে লোকগুলো " ভেঙেপড়ার সময়ও" অবিচল থাকছে। তারা সবাই ভেঙে পড়ছে। "দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সী"-এর কিউবার বৃদ্ধ জেলেটির মতো লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হচ্ছে। অথবা "ফরহুমদ্য বেল টোলস"-এর রবার্ট জর্ডন-এর মতো জীবনের ব্রত পালন করতে গিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে। আরও বলতে গেলে, এটা হল "উদ্দেশ্যহীনতার ফল স্বরূপ হতাশা"—যাজক বার্নেস কিংবা ফ্রেডরিক হেনরীর মতো ভেতরে ভেতরে কুরে খায়। "সত্যের" নামে প্রতিষ্ঠিত এই বাস্তব অভিজ্ঞতার বিনিময়ে কোনও মূল্যই বর্ষিত হয়না হেমিংওয়ের কলম থেকে। এখানেই তাঁর শিল্পের গঠনগত তত্ত্বের পরিচয়।

হেমিংওয়ে অর্জিত বাস্তবতা নৈতিক বিষয় নির্বিশেষে পুঙ্খানুপুঙ্খতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। "পর হুম দ্য বেল টেলিস"-এর সিয়েরা শহরগুলির ফ্যাসিস্টদের দ্বারা গণহত্যার আনুপুঙ্খিত বিবরণের কথা স্মরণ করুন। অথবা "এ ফেয়ার ওয়েল টু দ্য আর্মস"-এর ফেডরিক হেনরী যেখানে বৃষ্টি কাদা ঠেলে "কাপেরেত্তোয়" পালিয়ে যাচ্ছে...কিংবা "দ্য সান আলসো রাইজেস"-এর জক বার্নেস যুদ্ধে জখম হওয়ার পর যৌন আনন্দ উপভোগ করার অপরাগতাকে মুখ বুজে মেনে নেওয়ার অবস্থান গ্রহণ করছে, অথবা 'টু হ্যাভ অ্যাণ্ড হ্যাভ নট"-এ বুলেটবিদ্ধ হ্যারি মর্গান তার নৌকার মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে।

মনে রাখবেন হেমিংওয়ের কোনও নায়কের কাপুরুষের মতো মৃত্যু হয়না। ক্ষণিক মুহূর্তের জন্য হলেও অসহায় বাস্তবের মুখোমুখি সুখের অনুভূতি আসবেই। ম্যাকোম্বার এর আত্মোপলব্ধি, দৃঢ় আত্মকথন কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থায়ী হয়েছিল। লেখক বলছেন, "সে সারা জীবনে এত আনন্দ কখনও পায়নি।" আর তার কিছুক্ষণ পরেই তার মৃত্যু হয়। আপনি যদি এই আত্মকথনকে গল্পের একটি ইতিবাচক বস্তু বলে মনে করেন, তবে তাই করুন। কারণ এর সঙ্গে যোগ রয়েছে মূল্যবোধ—সাহসিকতার মূল্যবোধ, সংকল্প, দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত এবং অফুরন্ত প্রাণশক্তি। দুর্ঘটনাক্রমে হলেও বীরের মতো তার মৃত্যু, যা বীরত্বের প্রশংসাসূচক আতিশয্যের অনেক ঊর্ধে। তবুও চরম সুখের মুহূর্তে তার মৃত্যু হয়েছিল এবং পাঠক হিসাবে আমরা যা অনুভব করি তা'হল—অনুকম্পার এই নব্য গভীরতা স্পর্শ করে তার মৃত্যুটা হওয়ারই ছিল।

References :-

1. Quoted in Death in the Aftmoon, Penguin, 1974, p. 181.
3. . Earl Rovit and Gerry Bernner, Ernest Hemingway, revised edition, Boston Twanyne
Publishers, 1986, p. 99

3. Quoted in Michael Reyonlds. Hemingway : The 1930s. New Youk: W.W. Norton & Company. 1997. p. 146
4. Idid.
5. Quoted in Frank McConnell's essay. "Stalking Papa's Ghost : Hemingway's Pres ence in Contemporary American Writing," in Ernest Hemingway: New Critical Eassys,
A Robert Lee ed, London : Vision Press Limited. 1983, p. 194.
6. "The Short Happy Life of Francis Macomber," The Essential Hemingway, Lon don: Jonathan Cape. 1958, p. 397.
7. Ibid., p. 398.
8. Quoted in Rovit. p. 102
9. Ibid.
10. Samar Sen. Babu Brittanto (in Bengali). Calcutta: Dey's Pbulishing. 1988. p.145
11. "The Short Happy Life of Francis Macomber," p. 413.